একুশ শতকে ঢাকা শহরের চালচিত্র
ছগীরালির নগরভ্রমণ ও দিব্যজ্ঞানলাভ

(১)

বাসায় ঢুকতেই সাড়াশি আক্রমনের শিকার হলো ছগীর। ডোরবেলের শব্দে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল যেন, ঘরে পা রাখতেই জাপটে ধরেছে একেবারে।

জয়কে কোলে তুলে নেয় ছগীর। বলে- 'আজকে নুতন কী শিখলে চাচু, শোনাও দেখি----'।

জয় দুলতে দুলতে বলতে থাকে – 'বাঁছ বাগানেল মাথাল উপল ছাদ ওচেছে অই, মাগো আমাল ছোলুক বলা কাজলা দিদি কই----'।

জয় ছোটভাই কবিরালির প্রথম সন্তান, পাঁচ বছরে পা রেখেছে মাত্র। অসম্ভব মেধাবী, যা শুনে অনর্গল বলে দিতে পারে। ফাহিম-শাহীনদের বইয়ের ছড়াগুলি শুনে শুনেই মুখস্থ হয়ে গেছে তার। এরকম শ্রুতিধর ছেলে খুব কমই দেখেছে ছগীর।

রেণু বেগম পাকঘরে রুটি বেলছিল। স্বামীকে দেখে ঝংকৃত হয় সে– 'এই সাত সকালে নাস্তা-টাস্তা না খেয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি। আজ যে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হবে সে কথা মনে আছে তো ? ওদিকে ঘরে কিছু নাই, এক ফাঁকে বাজারে ঘুরে না আসলে দুপুরে চুলা জ্বলবে না বলে দিলাম'।

বউয়ের কথার কোন জবাব দেয় না ছগীর। মাসের মাত্র পনের তারিখ, বেতন হতে এখনও দুই সপ্তাহ বাকী। এর মাঝেই সংসারের রসদ তলানীতে এসে ঠেকেছে। বউকে কিছু বলতেও ভয় হয়। কবির আদমজীতে ছিল, চাকরি খুইয়ে ছয়মাস ধরে ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এখন কিছু বলতে গেলেই সংসারে কুরুক্ষেত্র।

স্নান সেরে নাস্তার টেবিলে বসল ছগীর। রেণু নাস্তা এগিয়ে দিতে দিতে বললো– 'শিকদার সাব তিন তিনবার টেলিফোন করেছেন --'।

ছগীর সচকিত হয়ে বলে– 'ওহ্ হো। আজ শনিবার না ! দেখ দেখি, একদম ভুলে বসে আছি'।

রেণু বললো– 'শনিবার তো কী হয়েছে ? সকালে কাউকে কিছু না বলে গিয়েছিলে কোথায়'?

স্ত্রীর প্রশ্নে মুখটা কালো হয়ে যায় ছগীরের । বিরসমুখে বলে– 'যাব আর কোন্ চুলায়, যাওয়ার কি আর কোন জায়গা আছে ? ভাবলাম- দু'দিন যাওয়া হয় নাই, দেখি তো কাজটা কতদূর এগুলো। গিয়ে দেখি মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে বসে আছে, সাইটে কাকপক্ষীও নাই'।

রেণু অবাক হয়ে বললো– 'কাজ বন্ধ করে বসে আছে ! কেন '?

ছগীরের বড়ভাই কানাডাতে থাকেন, ঢাকাতে তার একটা প্লট আছে। প্লট খালি ফেলে রাখলে কখন বেদখল হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি সেখানে বাউন্ডারি ওয়াল করিয়ে রাখছেন। বড় ভাইয়ের অবর্তমানে কাজ দেখাশোনার ভার পড়েছে ছগীরের উপর।

ছগীর বললো– 'ওয়াজুদ্দিনের কাছে শুনলাম – তাজুলের ছেলে আশা মিস্ত্রীদের ধমকিয়ে কাজ থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে – আর একটা ইট গাথলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব। তর মালিককে আমার লগে দেখা করতে বলবি---'।

-'কী সব্বনেশে কথা। সেদিন না তুমি পঁচিশ হাজার টাকা দিলে, দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল '!

- 'মগের মুল্লুক এর চেয়ে অনেক ভাল। টাকা দিয়েছিলাম নাজিমকে। নাটা রফিক গুলি খাওয়ার পর নাজিম এখন জিরো হয়ে গেছে, আশা আবার ফিল্ডে চলে এসেছে। কী যে করি এখন.....'।

নাস্তার টেবিলে সুনসান নীরবতা। টেবিলের নীচে একটা বিড়াল এতক্ষন মিউ মিউ করে খাবারের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছিল। সে বিড়ালটাও এখন চুপ করে আছে, আশা মস্তানের কথা শুনে বিড়ালরাও ভয় পায় কিনা কে জানে ?
অবশেষে রেণু বলে– 'তখনই বলেছিলাম এসব ঝামেলা ঘাড়ে নিয়ে কাজ নাই। এই যে তুমি মস্তানদের পিছে এত টাকা ঢালছ, ভাইজানকে কি তা বিশ্বাস করাতে পারবে ? তিনি ভাববেন– অভাবের সংসার – টাকাগুলি হ্যানত্যান করে আমরাই খরচ করে বসে আছি। - আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, মঞ্জু চাচা ধানমন্ডী থানায় বদলি হয়ে এসেছে। তার কাছে একবার গেলে হয় না ------'?
ছগীর বললো– 'পাগল। জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করলে চলে ? মঞ্জু চাচা আজ ধানমন্ডীতে আছে, কাল খাগড়াছড়িতে বদলি হয়ে চলে গেল - তখন ? আশা'দের চটিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করব কীভাবে ? ভাবছি একবার তাজুল ইসলামের কাছে যাব। হাজার হলেও এক কালে একই অফিসে চাকরি করতাম'।
–'তুমি বলো কী কাকলির বাপ ! একজন অফিসার হয়ে দপ্তরীর হাতে পায়ে ধরতে যাবে ? তাজুল আগে রোজ আমাদের বাজার করে দিত, সেই একবার পঁচা পুটিমাছ এনেছিল বলে তুমি তাকে কী গালাগালই না দিয়েছিলে'।
–'দিনকাল বদলে গেছে রেণু, তোমার সেই দপ্তরী তাজুল ইসলাম আর নাই। তার দুই দুইটা উপযুক্ত ছেলে, আশা তো টপ টেরর। তাজুল এখন ক্যামরি গাড়ীতে চড়ে, থনা রোডে বিশাল বাড়ী করেছে। আগামী ইলেকশনে তাজুলই মহল্লার মোষ্ট প্রসপেক্টিভ কমিশনার– দেখে নিও। মজনু কমিশনার এখন আর ঘর হতে বেরুতে পারে না, সরকার বদলের পর তার ক্যাডাররা কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, কেউ বা রাতারাতি আশার গ্রুপে যোগ দিয়েছে'।
কিছুক্ষন অখন্ড নীরবতা, রুটি চিবানোর চকচক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। অবশেষে ছগীর বলে- 'বাদ দাও এসব কথা, তুমি ঝট করে আমার জামা-প্যান্টগুলি একটু ডলা দিয়ে দাও দেখি। মিনিষ্ট্রিতে যেতে হবে, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। কাপড় জামা জাত মতো না হলে গেটে ঢোকা যায় না, ঝামেলা করে। আজকের দিনটা কোনমতে চালিয়ে নাও লক্ষীটি, কাল ঠিক বাজারে যাব'।
স্বামীর কথায় আরও অবাক হয় রেণু, মানুষটার হয়েছে কী ! রাত থেকে কারেন্ট নাই, ট্রান্সফরমার বার্ষ্ট করাতে সারা রাত গরমে ঘুমানো যায় নাই। লোকটা সব ভুলে বসে আছে। স্বামীর জন্য প্রচন্ড মায়া হয় রেণুর। এই অবস্থায় মানুষ বাপের নাম ভুলে যায়, কারেন্ট তো দূরস্থান।
নীরবে স্থানত্যাগ করে রেণু বেগম। দেখা যাক্, ঠান্ডা ইস্ত্রি দিয়েই স্বামীর জামা কাপড়গুলি একটু ভদ্রস্থ করা যায় কিনা।

(২)

খামোখা পয়সা নষ্ট। একটু আরামে যাওয়া যাবে এবং একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে এই আশায় তিনগুন ভাড়া কবুল করে এসি বাসে চেপেছিল ছগীর । কিছুক্ষন পরেই ভুল ভাংগল।

শো শো আওয়াজ হচ্ছে, সুতরাং এসি চলছে না কেউ বলতে পারবে না। তবে বাসের ভেতর গনগনে আগুন। এসি চললেও যদি ঠান্ডা না হয় তার জন্যে কি ড্রাইভার দায়ী ? টেকনিক্যালে এসে বাস সোজা রাস্তায় না চলে হঠাৎ করে বা'দিকে কান্নি মারল – মীরপুরের দিকে। বিষয়টা কী ? খোজ নিয়ে জানা গেল– সোজা রাস্তায় কীসের গন্ডগোল হচ্ছে। তাই বাস মীরপুর দশ নম্বর হয়ে ঘুরে যাবে। সেরেছে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে মেলা, এর উপর যদি মীরপুর-শ্যাওরাপাড়া ঘুরে যেতে হয়- তা'হলেই হয়েছে – ভাবল ছগীর ।

দুরু দুরু বুকে মন্ত্রণালয়ে যখন পৌছল– অলরেডী দুইঘন্টা লেট। শিকদার সাবকে পেলে হয়। যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। লিফ্টের গোড়ায় শিকদার সাব ঠিকই দাঁড়িয়ে আছেন। ছগীরকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন তিনি- 'যাক্, আসলেন তা'হলে। আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম আজ বোধ হয় আর আসবেন না। এসব কাজে এত দেরী করলে চলে'?

ছগীর লাজুক মুখে বললো– 'আর বলবেন না। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, আধঘন্টার পথ তিন ঘন্টা লেগে যায়। সংগ্রাম করে যাও বা আসলাম, গেটে আটকিয়ে দিল। ফজলু'র গেটে থাকার কথা ছিল, আমার দেরী দেখে সে বোধ হয় চলে গেছে। দশ টাকার জায়গায় পঁঞ্চাশ টাকা খরচ করতে হলো'।

ছগীরের গলায় আফশোস।

শিকদার বললেন– 'বলেন কী, পঁঞ্চাশ টাকা ! এ যে দিনে দুপুরে ডাকাতি'।

পাশেই মোটা তাজা এক লোক দাড়িয়েছিল। সে বলল– 'এখন ভেতরে ঢোকায় খুব কড়াকড়ি। টাইম ছাড়া ঢোকন যায় না। রেট মাঝে মাঝে একশ' টাকায়ও উঠে যায়। যত বেশী কড়াকড়ি, রেট তত বেশী। পুলিশের ইনকাম একলাফে তিন চারগুন বেড়ে যায়'।

শিকদার বললেন– 'পরিচয় করিয়ে দেই। এ হচ্ছে মুখলেছ মিয়া - আমার দেশের লোক। বিশ বছর ধরে মন্ত্রনালয়ে আছে, মন্ত্রী সাবের গাড়ী চালায়। এ আমার কলিগ – ছগীর আলী - ইঞ্জিনিয়ার'।

ছালাম বিনিময়ের পর ছগীর বলে– 'কাজের খবর কী, কদ্দূর এগুল'?

শিকদার বললেন– 'প্রশাসনিক অফিসার কালামের দাবী– পঁচিশ দিলে সে ডি.এস. এর টেবিল পার করে দেবে। সেক্রেটারি বা মন্ত্রী লেভেলে তার কিছু করার নাই। সে সমস্ত জায়গা আমাদের নিজেদের সামাল দিতে হবে। কালামকে টাকা দিলাম, তারপর যদি উপর থেকে নেগেটিভ হয়ে আসে তখন'?

শিকদারের কথা শুনে ছগীর শিহরিত হয়। বলে–'ডি.এস.এর টেবিল পার করতে পঁচিশ হাজার টাকা ! তা'হলে জিও বার করতে তো লাখ টাকায়ও পার পাওয়া যাবে না'।

মুখলেছ মিয়া বললো– 'লাখ টাকা দামের চাকরি নিয়া বিদেশ যাবেন, দুই এক লাখ টাকা খরচ করবেন না'?

ছগীর রাগান্বিত হয়ে বলে– 'জানেন, সরকারের ষ্ট্যান্ডিং রুল আছে কেউ বাইরে চাকরি পেলে মিনিষ্ট্রি পারমিশন দিতে বাধ্য'।

মুখলেছ বলে– 'আপনি তা'হলে রুল নিয়ে বসে থাকেন। এখানকার রুল হচ্ছে খরচ না করলে ফাইল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাবে না'।

শিকদার বিরক্ত হয়ে বলেন– 'আহ্, ফালতু তর্ক থামান তো। মুখলেছ মিয়ার কথাই ঠিক। কথায় আছে - যে দেশের যে ভাও, ওক্তা করে নৌকা বাও। আসল কথা হচ্ছে - টাকা খরচ না করলে আমাদের কাজটা হবে না। নর্মাল চ্যানেলে গেলে কাজটা হবে কিনা তার কোন গ্যারান্টি নাই। ডি.এস.এর পরে আছে জয়েন্ট, তারপর এ্যাডিশনাল। এরপরেও আছে সেক্রেটারী,

আছে মন্ত্রী। এর যে কোন ষ্টেজ থেকে নেগেটিভ হয়ে আসলে আমাদের বারটা বেজে যাবে। ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাড়াতেই তো পঁঞ্চাশ হাজার খরচ করে বসে আছি। এই ষ্টেজে এখন যদি না হয়ে যায় তা'হলে পোঁদে বাঁশ হাতে হারিকেন'।
ছগীর নরম হয়ে বলে– 'এখন তা'হলে কী করতে চান'?
শিকদার বলেন– 'নীলখেতের চ্যানেলে কাজ করাতে হবে'।
ছগীর অবাক। -'নীলখেতের চ্যানেল মানে'!
শিকদার বলেন– 'ছাত্রনেতাকে ধরতে হবে। মুখলেছের সাথে সূর্যসেন হলের কালা বাকেরের ভাল জানাশোনা আছে। মন্ত্রীর সাথে বাকেরের দহরম মহরম। ছোটখাট কাজ বাকের নেয় না। সে সাধারনতঃ টেন্ডারের কাজকাম করে - বিশ-পঞ্চাশ লাখের ব্যাপার। তবে মুখলেছ বলছে– সে রিকোয়েষ্ট করলে নিতেও পারে। লাখ খানেকেও যদি রাজী হয় আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। আগে অর্ডার হাতে দেবে, তারপর টাকা নেবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী হবে - বলেন'?
ছগীরের গলা শুকিয়ে এসেছে। তার হার্ট এমনিতেই কমজোরি, কী কূক্ষনেই যে সে বিদেশে চাকরীর পেছনে এমন হন্যে হয়ে লেগেছিল।
কিছু একটা বলতে উদ্দ্যত হয় ছগীর, এমন সময় একটা ঝকঝকে পাজেরো ফোর হুইলার ঘচাৎ করে এসে ব্রেক কষে দাড়ালো। গাড়ী থেকে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা নেমে আসে, সুবেশী মহিলার রূপের ছটায় প্রাংগনটা যেন আলো হয়ে গেল।
মুখলেছকে দেখে মহিলা হাসিমুখে বলে- 'ভাল আছ মুখলেছ মিয়া, আকরাম সাব সিটে আছে'? মোখলেছ গদগদ ভাবে বলে- 'জ্বি ম্যাডাম, আপনার দোয়ায় খুব ভাল আছি। যান্, স্যার সিটেই আছেন'।
মহিলা লিফটে উপরে উঠে গেল। মুখলেছ চোখ টিপে বললো– 'জিনাত আপা'।
–'জিনাত আপা কে ?' ছগীরের সরল প্রশ্ন।
মুখলেছ মুচকি হেসে জবাব দেয়– 'আপনারা পুটি মাছ, জিনাত আপাকে চিনবেন না। কোটি কোটি টাকার পার্টি যারা - তারা জানে জিনাত আপা কে। আরে মিয়া – আস্লি চ্যানেলই দুইটা। এ্যাক নাম্বার– জিনাত আপাদের চ্যানেল, দুই নাম্বার- বাকের ভাইদের চ্যানেল। মন্ত্রী কন্ আর সেক্রেটারী কন্ – সব জিনাত বাকেরদের হাতের মুঠায়।'
শিকদার বলেন– 'মুখলেছ, তোমার বাকের ভাই আসবে কয়টায় ?'
মুখলেছ বলে– 'বাকের ভাই তিনটার আগে আসেন না। অফিস শেষ করে স্যারের সাথেই বের হয়ে যান তো, তাই বিকালেই আসেন।'
ছগীর অসহায়ের মত বলে– 'আমি এতক্ষন এখানে বসে থেকে কী করব শিকদার সাব, বাসায় খুব ঝামেলা যাচ্ছে, পয়সা-পাতির যোগাড়ে যেতে হবে। যদি কিছু মনে না করেন আমি যাই। আপনি যা ভাল বুঝেন করেন, আমি আছি আপনার সাথে।'
মুখলেছ বললো– 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। একজন থাকলেই চলবে, বেহুদা জটলা পাকানোর দরকার নাই। আপনি টাকার জো করেন গিয়া। কাম হওয়নের সাথে সাথে মাল দিতে হবে, বাকের ভাই কথার নড়চড় পছন্দ করেন না। আমাকে বিপদে ফেলবেন না যেন।'

(৩)

শান্তিনগরের মোড়েই তিস্তা ট্র্যাভেল্স এন্ড অভারসীজ। এই ট্র্যাভেল্স্ই আবু ধাবীতে ছগীর ও শিকদারের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। ট্র্যাভেলস থেকে বের হয়ে একটা হোটেলে ঢুকে

খেয়ে নিল ছগীর । খুব খিদে পেয়েছিল। পানের দোকান থেকে হাকিমপুরি জর্দ্দা দিয়ে একটা মিষ্টি পান নিল সে। এক প্যাকেট বেনসন কেনা যাক্। বলতে গেলে বিদেশে এক পা দিয়ে রয়েছে, এখন এইটুকু বিলাসিতা করলে অন্যায় হবে না। তা'ছাড়া পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কেনার মধ্যে আলাদা একটা মর্য্যাদা আছে। উঁচুদরের লোক মনে হয় নিজেকে, আশপাশের লোকজন কেমন সম্ভ্রমের চোখে তাকায়।

প্যাকেট থেকে কায়দা করে একটা সিগারেট বের করে ছগীর । ধরাতে যাবে, এমন সময় এক ছেলে এসে ছালাম দেয়।
- 'সালামালেকুম ভাইজান, কেমন আছেন?'
শার্ট প্যান্ট পরা চটপটে এক তরুন। শ্যামলা রংয়ের হালকা পাতলা শরীর, বেশ ধারালো চেহারা। কে এই ছেলেটি ?
– 'ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম। ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন ?'
– 'জ্বি, আপনাদের দোয়ায় ভাল আছি। ভাবী বাচ্চারা ভাল আছে ?'
– জ্বি, আল্লাহর রহমতে সবাই ভাল আছে।'
– 'আপনি আমাকে জ্বি জ্বি করছেন কেন ভাইজান ? আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন নাই ?'
এবার যথার্থই লজ্জিত হয় ছগীর । মগজের সমস্ত স্মৃতি আতিপাতি করে খুজেও ছেলেটাকে কোন পরিচয়ের গন্ডীতে আনতে পারে না সে। ছেলেটি তাকে ভালমতো চিনে, তার বউ বাচ্চার খবর রাখে। অথচ ছগীর তাকে কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না। নাহ্, ব্রেনটা একেবারেই গেছে। ছিঃ, ছেলেটা কী ভাববে ? যদি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ হয় তা'হলে কেলেংকারী কান্ড হয়ে যাবে।
অপরাধীর ভংগীতে ছগীর বললো– 'কিছু মনে নিও না ভাই, বয়স হচ্ছে তো, খালি ভুলে যাই। তোমার মুখটা ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না।'
ছেলেটি বললো– 'নেভার মাইন্ড ভাইজান। আমি সৈকত, ছালাম সাবের ছোট ভাই। অনেকদিন আপনাদের ওদিকে যাওয়া হয়ে উঠে না তাই বোধ হয় চিনতে পারছেন না।'
কোন্ ছালাম সাব ! ছালাম নামের তিনজন লোকের সাথে পরিচয় আছে ছগীরের । এদের মধ্যে দোতালার ছালাম সাব তার প্রতিবেশী। বাকী দু'জনের একজন আছে টাংগাইল, আরেকজন চালনায়। তাদের সাথে বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। ছেলেটি খুব সম্ভবতঃ দোতালার ছালাম সাবের ভাইই হবে।
সুতরাং ছগীর বলে– 'অঃ, তুমি জুবায়েরের চাচা, নরসিংদির ছালাম সাবের ভাই ?'
ছেলেটি উত্তর করে –'ঠিক ধরেছেন। জুবায়েররা কেমন আছে ? কাজের চাপে বহুদিন হয় ওদিকে আর যাওয়া হয়ে উঠে না।'
– 'সবাই ভাল আছে। আস একদিন, ছালাম সাবকে বলব তোমার কথা। তা তুমি যেন কোথায় আছ ?'
– 'আমি পূর্বাণীতে আছি, ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কাজ করি। আসেন না একদিন আমার হোটেলে, একটু আরাম আয়েশ করে যাবেন।'
আরাম আয়েশ বলতে ছেলেটি কী বুঝাতে চাচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ছগীর । কথার কথা হবে হয়তো। বলে– 'ঠিক আছে, যাব একদিন। এখন চলি, খুব আর্জেন্ট কাজ আছে ভাই। তোমার সাথে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল।'

– 'সেকি হয় ভাইজান, আপনি আমার বাসার এত কাছে এসে এক কাপ চা না খেয়ে যেতে পারেন ? বড়ভাই শুনলে কী বলবে বলুন ?'
– 'তোমার বাসা এখানে ?'
– 'হ্যা, ঐ তো দেখা যায়, ৩৫/সি, তিনতালা।'
বলে হাত তুলে দেখাল সৈকত। ভেতরে একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেকগুলি পাঁচতালা বিল্ডিং, গভর্নমেন্ট কলোনীর মতো মনে হয়।
– আজ না ভাই, আরেকদিন আসব। আজ বহুৎ জরুরী কাজ পড়ে আছে। চারটার মধ্যে শ্যামলীতে যেতেই হবে, মেলা টাকা পয়সার ব্যাপার। আজ আমাকে মাপ করো।'
ছেলেটি নাছোড়বান্দা। হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। হাটতে হাটতে কখন এই ছোট্ট গলিটির ভেতর চলে এসেছে, দু'পাশের দোকানগুলি হতে লোকজন তাদের দিকে আঁড়চোখে তাকাচ্ছে।
ছেলেটি বললো– 'এই তো এসে গেছি, দুই মিনিটের ব্যাপার। আপনার বোন আপনাকে পেলে কত খুশী হবে ভাবেন----।'
ছেলেটির অনুরোধে নরম হয়ে এসেছিল ছগীর, দোনামনা করে রওনাই দিয়েছিল প্রায়। কিন্তু তার শেষ কথাটি তার কানে খট্ করে বাজে, মনে এক অজানা বিপদের সংকেত দেয়। চেনা নাই শোনা নাই – ছেলেটি তাকে ঘরে নেয়ার জন্যে এমন উতলা হয়ে উঠল কেন ? কোন বদ্ মতলব নেই তো ?
ঝটকা মেরে হাতটা ছিনিয়ে নেয় ছগীর । বলে – 'ছাড়। আমি আর এক পা এগুবো না। বাসা দেখে গেলাম, বাসার নাম্বার জানা থাকল, পরে সময় সুযোগ পেলে আসব।'
ছগীরের মেজাজ আঁচ করতে পেরে একটু দমে গেল ছেলেটি। মুখে হতাশার ছাপ। আর তখনই আরেকটি ঘটনা ঘটল। পেছনের দোকান থেকে একজন শক্তিশালী যুবক বেরিয়ে এসে ধাই করে প্রচন্ড এক চড় কষাল ছেলেটির গালে। চীৎকার করে বলতে লাগল– 'শালা মাগীর দালাল। কতবার বলেছি কোনদিন যেন তরে এই মহল্লায় না দেখি। আবার তুই মক্কেল লইয়া মহল্লায় ঢুকছস্। আইজ তরে শ্যাষ কইরা ফালামু শালা চামচার বাচ্চা।'
চড়ের ধাক্কায় ছেলেটি মাথা নীচু করে একপাশে বসে পড়েছে, ঘটনার আকস্মিকতায় ছগীর হতভম্ভ ! ছেলেটিকে ছেড়ে যুবক এবার ছগীরের উপর চড়াও হয়। খপ্ করে ছগীরের কব্জি ধরে টেনে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলতে থাকে– 'এই যে মিয়াসাব, দেখতে তো ভদ্রলোকের মতোই মনে হয়। দিনে দূপুরে কোন্ মতলব নিয়া এখানে আইছেন, ঐ মাগীর দালালটার লগে কীসের এত ফুসুর ফাসুর ?'
যুবকের শরীরে অসুরের শক্তি, হাতের কব্জিটা যেন গুড়িয়ে যাবে এমন মনে হলো ছগীরের । নিজের অজান্তেই এক শক্তিশালী দূষ্টচক্রের হাতে পড়ে গেছে – বুঝতে পারে সে। আচ্ছা, চারপাশে দোকানপাট, এত মানুষজন – এরা সকলেই কি এই চক্রের লোক ? তার হয়ে কেউ কি কোন কথা বলবে না ?
যুবকটি এবার আরও জোরে ধমক মারে– 'কী ব্যাপার, এক্কেরে দেখি টাস্কি মাইরা গেলা। কত টাকার চুক্তি হইছিল কও, কথা না কইলে কিন্তু রাম ধোলাই শুরু হইব।'
লোকটির অভদ্র ব্যবহারে এই নিদারূন সময়েও রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ছগীরের । সে বলে– 'আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ভাই ? ওকে আমি চিনি না, কোনদিন দেখি নাই। আমার এক কলিগের ভাই বলে পরিচয় দিল। বলল– পুর্বাণীতে চাকরি করে, এখানে বাসা।

বাসা চেনানোর নাম করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখানে আসার পর আমার সন্দেহ হওয়াতে আর আগ্ বাড়ি নাই, অথচ আপনি খামোখা আমাকে যা তা বলছেন।'
যুবকটি হিংস্র স্বরে বলতে থাকে– 'আবে গনশা, শালায় দেখি মেজাইজ দেখায় রে। আমি বুলে যা তা বলছি। আবে শালা পকেটে কী আছে বাইর কর, নইলে কইল মহল্লার পোলাপান ডাইকা মাথা চাইছা দিমু। শালা। দিনে দুপুরে মাগীবাজি করতে বাইর হইছে আনার সতীপনা ফুটায়।'
নিরীহ গোবেচারা লোক ছগীর । সারাজীবন সরকারী অফিসের নিস্তরংগ বেলাভুমিতে বিচরণ, প্রতারণা ও হিংস্রতার এই উত্তাল সমুদ্রের রূপটি একেবারেই অজানা তার। একবার মনে হলো পকেটে যা কিছু আছে দিয়ে মানে মানে এই স্থান হতে নিস্কৃতি নেয়াই ভাল। নিজের অজান্তেই প্যান্টের পকেটে হাত চলে গেল তার। কিন্তু হঠাৎ করেই এক অসম্ভব রাগে ছেয়ে গেল তার মন। এ কোন্ অজানা দেশে এস গেল সে ? কোথাও একটু শান্তি নেই, একটু স্বস্তি নেই, কাউকে একবিন্দু বিশ্বাস করার উপায় নেই। সে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ এত কষ্টের টাকাগুলি বিনা প্রতিবাদে দস্যুদের হাতে তুলে দিতে হবে !

মানি ব্যাগটা শান্তভাবে যুবকের হাতে তুলে দিল ছগীর । তারপর বললো– 'আমার কাছে আর কিছু নাই, চেক করে দেখতে পারেন। তবে কাজটা ভাল করলেন না ভাই। আমি আসলেই ওকে চিনি না। আমি টিভি'র একজন অফিসার, বিশেষ কাজে মন্ত্রণালয়ে এসেছিলাম। সেখান থেকে বের হয়ে মোড়ের তিস্তা ট্র্যাভেল্সে এসেছিলাম, পাশের হোটেলে দূপুরের খানাও খেয়েছি। হোটেল থেকে বের হতেই এই ছেলের সংগে দেখা। যাক্ – আপনারা যখন কোনকিছু না শুনে একতরফাভাবে আমাকে দোষী সাজাচ্ছেন- কী আর করব। আমি কি এখন যেতে পারি ভাই ?'
ছগীরের শান্ত অথচ স্পষ্ট কথাগুলি শুনে একটু থমকে গেল ছেলেটি। তার মুখে যেন কিঞ্চিত দ্বিধার আভাস। পরক্ষনেই হো হো হাসিতে ভেংগে পরে সে– 'আবে গন্শা। ব্যাটা তো হাইকোর্ট দেখায় রে। মন্ত্রীর কথা কয়, টিভি সংবাদিকের কথা কয়। –– শালা। দিগ্দারি করবার আর জাগা পাস্ না, সংবাদিক মাড়াস্। দে, হাতের ঘড়িটা দে। – যা, এইবার গিয়া তর সংবাদিক বাবাগো গিয়া ক' - মাইয়া মানুষ লইয়া মৌজ করবার গেছিলাম, শান্তিনগরের হাবিব্যা হালকা কইরা দিছে। যা শালা, ফোট্-----।'
প্রচন্ড ধাক্কায় উল্টে পড়ে যায় ছগীর । ঝা ঝা দুপুরে রাজধানীর রাজপথে একজন নিরীহ নাগরিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অদূরে বন্দুকধারী দুইজন পুলিশকে এক ঝলক দেখা গেল, তবে তারা ভীষন ব্যস্ত। সমাজে আইন শৃংখলা রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তাদের ঘাড়ে। এইসব ছোটখাট বিষয়ে নাক গলালে চলে না।।

(৪)

ষ্টেডিয়ামের পান-বিক্রেতা হরেক রকম মশলা সাজিয়ে পান দেয়। সেই কাজটি ঘরের বউও করে, তবে একটু ভিন্ন আংগিকে। খাওয়া-দাওয়ার পর আপনি শয্যায় কাত্ হয়েছেন, জিভটা আনচান করছে। এমন সময় সতীলক্ষী এসে আপনার পাশে বসল, আঁচলের খুট খুলে যত্ন করে সাজানো দু'টি পানের খিলি বের করে একটি আপনাকে দিল আরেকটি নিজের চাঁদমুখে পুরে দিল। দু'টি একই জিনিস। কিন্তু অবস্থা-বৈগুন্যে ষ্টেডিয়ামের পানটি হলো কর্ম, ঘরেরটি শিল্প। প্রথমটি আদান-প্রদান, পরেরটি একান্তভাবেই সম্প্রদান। একটি গদ্য, অপরটি পদ্য। আগেরটি কাম, পরেরটি প্রেম।

নিত্যদিনের রুটিন মতো আজও রেণু বেগম যত্ন করে ছগীরের হাতে পানটি তুলে দিল। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে স্কুলের পড়া তৈরী করছে। পানটি মুখে পুরতে যেয়ে আজ ছগীরের হাত কেঁপে উঠল। সে কি এই নিখাদ ভালবাসার যোগ্য পাত্র ? সে একজন অপদার্থ স্বামী, অযোগ্য পিতা। এই পৃথিবীতে বসবাস করার কোন্ যোগ্যতা আছে তার ? স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে প্রেম-ভালবাসা গ্রহন করবে সে কোন্ অধিকারে ? হিংস্র ও কূটিল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন্ অস্ত্রটি তাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছে সে ?

মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা। মনে হলো যেন ভেতরের মগজের কোষগুলি পচে গলে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এতদিন ধরে সেগুলি ন্যায়-নীতি বা ভাল-মন্দের যে প্রচলিত ধারণা নিয়ে প্রোগ্রামড হয়েছিল - একটি প্রচন্ড ঝাকুনীতে তা এলোমেলো হয়ে গেছে। কমপিউটারে ভাইরাস ঢুকেছে যেন। পাশের ঘরে ফাহিম কবিতা মুখস্থ করছে, নজরুলের কবিতা – 'খোকার সাধ'। "আমি সাগর পাড়ি দেব আমি সওদাগর, সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর। আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে, চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে"।

কবিতার লাইনগুলি ছগীরের মস্তিষ্ককোষে আজ এক অপ্রত্যাশিত আলোড়নের সৃষ্টি করে। কোটি কোটি নিউরোনগুচ্ছের অসংখ্য পারমুটেশন কমবিনেশনেও কবিতার কোন মানে স্পষ্ট হয় না। প্রচন্ড ব্যথায় চীৎকার করে উঠে ছগীর – 'বন্ধ কর্। ওরে বন্ধ কর। সব মিথ্যা, সব ভূয়া-----।'

স্বামীর চিৎকারে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় রেণু। তার সাদাসিদা স্বামীটার এ কী হলো ? স্বামীকে জড়িয়ে ধরে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেয় রেণু, মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে– 'অমন করছ কেন, চুপ কর। একটু চুপ করে শুয়ে থাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো-----।'

চুপ করেই আছে ছগীর । শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এখন। চোখ দু'টি বন্ধ, কিন্তু ঠোট দু'টি বিড়বিড় করে কী যেন বলছে । তার মস্তিষ্কের কোষগুলি বোধ হয় নুতনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এখন, নুতন প্রোগ্রামে সঞ্জীবিত হয়েছে। রেণুর সে কান নাই, থাকলে সে শুনতে পেত – ছগীরের মস্তিষ্ককোষগুলি যুগের মন্ত্র খুজে পেয়েছে। বোধিবৃক্ষের তলায় বসে নয়, নয় কোন হেরা পর্বতের গুহায় - একবিংশ শতাব্দির ছগীরালিদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় ঢাকা শহরের ফুটপাথে।

ছগীর তার সন্তানদের হাতে নুতন যুগের কবিতা তুলে দিয়ে যাবে –

"মাগো তুমি খামোখাই ভাবছ বসে মিছে
তোমার খোকা ছোট্ট নয় থাকবে না আর পিছে
কলেজেতে যাই না রোজ হয়েছে তাতে কী
পাশ করাটাই আসল কথা থাকল কি আর বাকি
এখন কি আর আগের মতো জ্ঞানের কদর আছে
জ্ঞানপাপীরাই লুটছে মজা খাতির সবার কাছে
রবি ঠাকুর আর নজরুলদের যুগ হয়েছে বাসি
নাটা-বাইটা আর রগ-কাটারাই এখন খোদার খাঁসি
কাগজ কলম নাই মা কোথাও ছুরি কিরিচ বোমা
রাইফেল আর পিস্তলেরেই দিচ্ছে সবাই চুমা
পুলিশ দেখে ভয় কেন মা পুলিশ আমার ভাই

যতক্ষন সে ধরবে ছাতা কোন চিন্তা নাই
কেরাণী হয়ে কী লাভ হবে মন্ত্রী হবো আমি
এক লাফেতে মন্ত্রীর মা হয়ে যাবে তুমি
আগের দিনের রাজনীতিকরা ছিলেন বোকা পাঠা
জেলখানাতেই জীবন তাদের বড়োই সাদামাটা
এখন কতো সুবিধা মা রাজনীতিটাও পেশা
টাকা আসে গড়গড়িয়ে ঘুঁচায় সকল নেশা
গুলশানেতে মামদো বাড়ী বনানীতেও আছে
মার্সিডিজ আর পাজেরো জীপ লাফায় আগে পিছে
ক্যাডাররা সব বসে থাকে অস্ত্র করে তাক্।
তাই দেখে মা পাবলিকেরা মানে হতবাক্।

তোমার ছেলে বানিজ্যেতে বিদেশ নাহি যাবে
এমন তোফা বানিজ্য সে কোথায় গেলে পাবে ?”

ছগীর আলী খাঁন
e-mail: sagirali2001@yahoo.com
১২ই ডিসেম্বার, ২০০২ সাল।